


<p>कोल इण्डिया लिमिटेड महारात्न कंपनी 3 तल्ला, कोर-2, प्रेमिसेस-04-एमआर,प्लॉट-ए एफ-III, एक्शन एरिया-1A, न्यूटाउन, रजरहट, कोलकाता-700156 फोन 033-23286926, फैक्स-033-23286910 ईमेल: mviswanathan2.cil@coalindia.in वेबसाइट: www.coalindia.in</p>		<p><b>Coal India Limited</b> <b>A Maharatna Company</b> <b>(A Govt. of India Enterprise)</b> Regd. Office:3rd floor, Core-2 Premises no-04-MAR, Plot no-AF-III, Action Area-1A, Newtown, Rajarhat, Kolkata-700156 PHONE; 033-2324-6526, FAX; 033-23246510 E-MAIL: mviswanathan2.cil@coalindia.in WEBSITE: www.coalindia.in CIN- L23109WB1973GOI028844</p>
---	---	---

Ref.No.CIL:XI(D):4157/4156:2020:

Dated:02.09.20

To,  
Listing Department,  
Bombay Stock Exchange Limited,  
14<sup>th</sup> Floor, P.J.Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400001  
Scrip Code 533278

To,  
Listing Department,  
National Stock Exchange of India Limited,  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai – 400051.  
Ref: ISIN – INE522F01014

**Sub: Newspaper publication of Notice of AGM of CIL**

Dear Sir,

We are enclosing hard copies of Press release issued on 02.09.2020 in one English newspaper namely **The Telegraph**, Bengali newspaper i.e. **Bartaman** and one Hindi i.e. “**Sanmarg**” publishing the AGM Notice of CIL.

This is for your information and records please.

Yours faithfully,

*M/V*  
*2/9/20*

(M.Viswanathan/एम.विस्वनाथन)  
Company Secretary/कंपनी सचिव  
& Compliance Officer/कम्प्लायंस ऑफिसर

Encl: As above



# কলকাতা ও শহরতলি

## ভাঙুড়

মারধরের হাত থেকে মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে

### আক্রান্ত যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা:** এক মহিলাকে মারধরের হাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক যুবক। এই নিয়ে থানায় অভিযোগ করা হয়। তার ভিত্তিতে জহর আলি মোল্লা নামে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার এই ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙুড় থানায় দেবীপুরে। গোটা ঘটনায় বেশ ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। খৃষ্টিতে গোরু বাঁধাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাতা জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা অজিত আলি মোল্লার জমিতে জহর আলি মোল্লার বাড়ির লোকজন গোরু ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ। এর ফলে ওই জমিতে থাকা সব গাছপালা খেয়ে নষ্ট করে দিচ্ছিল এই গবাদি পশু। এই নিয়ে প্রতিবাদ জানান অজিতের স্ত্রী। অভিযোগ, সেই সময় জহরের স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের লোকজন প্রতিবাদী মহিলাকে মারধর করেন। তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন আলাউদ্দিন মোল্লা নামে এক প্রতিবেশী যুবক। তাঁর উপর চড়াও হন মূল অভিযুক্ত ও তাঁর পরিবার। বাঁশ দিয়ে আলাউদ্দিনের মাথায় মারা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারান তিনি। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবককে ভাঙুড়ের নলমুড়ি রক হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। আলাউদ্দিনের মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই পড়েছে। আপাতত সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পরে পুলিশ অভিযুক্ত জহর আলিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর ছেলে সেলিম পলাতক।

### বড়তলায় সোনার চেন ছিনতাই: ধৃত ২

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** মঙ্গলবার ভোরে উত্তর কলকাতার বড়তলা থানা এলাকায় এক ব্যক্তিগণা থেকে সোনার চেন ও মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করল দুই যুবককে। এদিনই মনীশ ও বিবেক নামে ওই দুই যুবককে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হয়। বিচারক তাদের ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারী ওই ব্যক্তি এদিন ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ব্যাঙ্ক ভিত্তিক কাব ধরার জন্য বড়তলা এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন। তখন ওই দুই যুবক আচমকা পিছন থেকে এসে তাঁর গলায় থাকা সোনার চেন ও মোবাইল ফেনটি ছিনিয়ে নিয়ে চলেটি দেয়। এপরই ওই ব্যক্তি দ্রুত থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ সোর্স মারফত খবর পেয়ে এদিন সকালেই ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাদের হেফাজত থেকে মোবাইল ফোন ও ছিনতাই হওয়া সোনার চেনের কিছুটা অংশ উদ্ধার করে। সরকারি আবেদনক্রমে এদিন আদালতে বলেন, সোনার চেনটির বাকি অংশ উদ্ধারের জন্য ধৃতদের হেফাজতে নেওয়া দরকার। এরপরই বিচারক ওই দুই যুবককে জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়ে তাদের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

### করোনার বলি আরও

#### এক চিকিৎসক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** করোনার বলি হলেন আরও এক চিকিৎসক। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ টা নাগাদ বিশিষ্ট ক্রীড়ায় বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জয় সেন মারা যান ই এম বাইপাস লাগোয়া শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। বয়স হয়েছিল ৬৫। তিনি জটিল ধরনের করোনার সমস্যায় ভুগছিলেন। এই রোগের কারণে অ্যান্টিবায়োটিকের ডিসক্রিস সিনড্রম বা এআরডিএস হয়েছিল তাঁর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়ে বলেছে, তাদের তরফ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছিল।

# পরিবেশ রক্ষায় নিউটাউনে রান্নাঘরের বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস তৈরির উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** পরিবেশের ভারসাম্য বজায় এবং দূষণ রূপান্তর বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করল নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ)। আগেই আবর্জনা থেকে বায়োগ্যাস তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল পর্যদ। আগষ্টের শেষ সপ্তাহ থেকেই সেই পরিকল্পনার ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু হয়ে গেল। গত সপ্তাহ থেকে সিজি রকবের বলাকা আবাসনের সামনে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে এনকেডিএ। নিউটাউন প্রতিনিধি যে পরিমাণ জঞ্জাল উৎপন্ন হয়, তার প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ রান্নাঘর নির্গত। প্রতিদিন নিউটাউনে এখন ৪০ মেট্রিক টন জঞ্জাল উৎপন্ন হয়। হিসেব অনুযায়ী এর মধ্যে প্রায় ৩০ মেট্রিক টন আবর্জনা রান্নাঘর কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী

# ভূগর্ভের আর্সেনিকযুক্ত জল বোতলে ভরে বিক্রি, ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস প্রশাসনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা:** দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা আর্সেনিক প্রবণ বলে আশু থেকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণাতেও এটাই এসেছে সেই তথ্য। কিন্তু তারপরও ভূগর্ভের জল তুলে বোতলে ভরে দোদার বিক্রি হচ্ছে সোনারপুর-বারুইপুর সহ বিভিন্ন এলাকায়। এমএই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই জল কতটা ক্ষিপ্তার করা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। পাশাপাশি মাটির নীচ থেকে জল তোলার অনুরোধের প্রয়োজন। সেটা ছাড়াই রমরমিয়ে চলছে এই ব্যবসা। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে খোঁজ করা হবে। যারা এসব কাজ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার কয়েকটি

ওয়ার্ডে বাড়ির মধ্যেই জল তোলার মেশিন বসিয়ে ব্যবসা চলছে। সোনারপুর, বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার, বিশ্বপুর, মহেশ্বলার মতো এলাকায় ভূগর্ভের জলে আর্সেনিক রয়েছে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহ করতে গঙ্গার জল পরিশ্রুত করে পাইপলাইনের মাধ্যমে দেওয়া

নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ অনেকেরই। তাছাড়া যে পদ্ধতিতে মাটির নীচ থেকে জল তোলা হচ্ছে, সেটাও ঠিক নয় বলেই জানান বিশেষজ্ঞরা। যেভাবে গোটা পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে, তাতে মনে হতেই পারে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র পরিশ্রুত করে পাইপলাইনের মাধ্যমে দেওয়া

পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? যেমন সোনারপুর অঞ্চলে একটা সময় প্রায় ২০টি টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিক থাকার প্রমাণ মিলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেসব সিল করে দেওয়া হয়। সতর্ক করা হয় সাধারণ মানুষকেও। সুভাসগ্রাম অঞ্চলের এক জল ব্যবসায়ী বলছেন, এর জন্য পুরসভার কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মতে অনেকেরই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। পানীয় জলের সমস্যা থাকার কারণে বহু মানুষই এই বোতলভর্তি জল কিনছেন। কিন্তু সেই জলে আর্সেনিক আছে কি নেই, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন কেউই। বিশেষজ্ঞদের মতে, জল শোষণ না করা হলে, সাধারণ মানুষের শরীরে আর্সেনিক টুকবেই। যা শরীরের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক।

## সোনারপুর, বারুইপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা

হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কী করে মাটির জল তুলে এভাবে প্যাকেজ করে সাধারণ মানুষেরকে বিক্রি করা হচ্ছে, সেটাও বড় প্রশ্ন। বারুইপুর গ্রামীণ এলাকায় এই আর্সেনিকযুক্ত জলের সমস্যা মারাত্মক। পানীয় জলের সরবরাহ ঠিক মতো না হওয়ার সুযোগ

পান করার যোগ্য কি না, তা পরীক্ষা করার দাবি তুলেছেন এলাকার মানুষ। তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। প্রশ্ন হল, পুর এলাকায় এভাবে রমরমিয়ে চলছে এই ব্যবসা। সে ক্ষেত্রে কেনই বা



পানিহাটি পুরসভা এলাকার রাস্তায় জমে থাকা জল বের করা হচ্ছে। -নিজস্ব চিত্র

# এবার স্প্রে মেশিনে পাচারের ছক, বিথারী সীমান্তে বাজেয়াপ্ত ৩ লাখের রুপোর গয়না

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত:** উদ্দেশ্য ছিল গভীর রাতে সীমান্তের ওপারে চোরাই মালপত্র পাঠানো দেওয়া। কিন্তু ব্যাগ বা গোরুর পিঠে বেঁধে রাখলে, তা ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তাই এবার পরিকল্পনা বদলে মশা মারার স্প্রে মেশিন ব্যবহার করার কথা ভাবা হয়। সেই মেশিনের মধ্যে সাতটি বাউন্ডে প্রায় সাড়ে ছ'কেজি রুপোর গয়না পাচারের ছক তৈরি হয়। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই বিএসএফের হাতে তা ধরা পড়ে গেল। বাজেয়াপ্ত হল প্রায় তিন লাখ টাকার রুপোর গয়না। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি এস এস গুলারিয়া বলেন, দুর্ভুক্তী প্রায়ই পাচারের মাধ্যম বদল করছে। স্প্রে মেশিনে ধরে পাচারের ব্যাপারটা নতুন। তবে আমাদের জওয়ানরা সতর্ক আছেন। তাই পদ্ধতি বদলেও পাচারকারীরা ধরা পড়ে যাচ্ছে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার বিথারী সীমান্তে। বিএসএফ

সূত্রে জানা গিয়েছে, ১১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের কাছে খবর আসে, চোরাই রুপোর একটা বড় 'আয়াসইনকেট' রাতে সীমান্ত দিয়ে পাচার করা হবে। সেই মতো সীমান্তবর্তী স্ক্রুপনগরের হাকিমপুরের স্ক্রুপনদ গ্রামে একটি বাড়িতে তা চলেও এসেছে। ব্যাটালিয়নের কর্তার নিজস্ব প্রায় সাড়ে ছ'কেজি রুপোর গয়না পাচারের ছক তৈরি হয়। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই বিএসএফের হাতে তা ধরা পড়ে গেল।

এদিন, অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে চলন্ত ট্রেনের নীচে জায়গা করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধভাবে টুকতে গিয়ে পেট্রিশোলে ধরা পড়লেন ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধ সহ দু'জন। ১৭৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে এপারে আসা একটি মালবাহী ট্রেনে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন। তাদের নজরে আসে, একটি কাঁকা বগির তলায় অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে কুলে রয়েছেন ওই দু'জন। জেএ জওয়ানরা জানতে পারেন, দু'জনের নাম কালীপাড়া মিস্ত্রি ও শামসুল হক। যথেষ্ট ও নারায়ণগঞ্জ বাড়ি। দালালদের টাকা দিয়ে তারা এভাবে এসেছেন। দু'জনকে পেট্রিশোলে থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।



বৃষ্টিতে হাওড়ার পধননতলা জলমগ্ন। -নিজস্ব চিত্র

## যমুনা ও ইছামতী নদীর সংযোগস্থলে টিপি পার্ক কাটা হবে, মন্ত্রীর বৈঠকে সিদ্ধান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত:** বামেরদের সময়ে তৈরি হওয়া যমুনা আর ইছামতী সংযোগস্থলের টিপি পার্কের জমাই বর্ষার জল জমে নাজেহাল হচ্ছেন হাবড়া ১ নম্বর ব্লক, দেগদাগর কলসুর সহ বেশ কিছু এলাকা। বর্ষার পর এই টিপি পার্ক কেটে দেওয়ার কাজ শুরু হবে। এর জন্য একটা মাস্টার প্ল্যানও তৈরি করা হয়েছে। জমা জলের সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার হাবড়া ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে জেলার সোচদপুর এবং প্রশাসনের আধিকারিক সহ জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর একথা জানান রাজের খাদ্যমন্ত্রী। তারা হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিষ মল্লিক। তিনি বলেন, ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই টিপি পার্ক তৈরি হয়েছিল বাম আমলে। এই পার্কের জন্য দুই নদীর জল মিশতে পারছে না। গত কয়েকদিনের নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে হাবড়া ১ নম্বর ব্লকের বারুইপাড়া সহ বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন। অনেক গৃহস্থের বাড়িতেই জল জমে রয়েছে। জমা জলে নাজেহাল হচ্ছেন এলাকার মানুষ। স্থায়ীভাবে হাবড়ার জল-যন্ত্রনার সমাধানে প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকের পর সোচদপুরের আধিকারিক, হাবড়া, বাদুড়িয়ার বিডিও এবং বসিরহাটের এমডিও'কে নিয়ে টিপি পার্ক পরিদর্শন করেন জ্যোতিষপ্রিয়বাবু মন্ত্রী বলেন, কোন ঠিকারের স্বার্থ দেখার জন্য এই টিপি পার্ক তৈরি করা হয়েছিল, তা দেখার জন্য জেলা পরিষদের বর্তমান সভাপতি বিএন মণ্ডলকে এই নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে বর্ষার পরেই টিপি পার্কটি কেটে দেওয়ার কাজ শুরু করা হবে বলেও জানা গেছে।

**ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মিন্ট**  
 (এসিএসআইএল-এর একটি ইউনিট, ভারত সরকারের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন)  
 টেলি: (০৩৬) ২৪০১-৪৯০৮, ফ্যাক্স: (০৩৬) ৪৯০১-০৬৬০  
 ই-মেল: calmint@spmcil.com | সিআইএল: U22213DL2006G01144763

**টেডার আহ্বায়ক নোটিশ (ন্যাশনাল কম্পিউটিং বিডিং)**

নং	টেডার নং
৪৪/পিটি-৪১(২০-২১)/৬০০০০১৫০৮০	
৪৪/পিটি-৬৯(২০-২১)/৬০০০০১৫২০৮	
৪৪/পিটি-৬৮(২০-২১)/৬০০০০১৫২০৮	
৪৪/পিটি-৪৬(২০-২১)/৬০০০০১৫০৬০	
৪৪/পিটি-৪৫(২০-২১)/৬০০০০১৫০৬০	
৪৪/পিটি-৩১(২০-২১)/৬০০০০১৫২০৮	
৪৪/পিটি-০২(১৯-২০)/৬০০০০১২০২৫	

টেডার জমা শেষ তারিখ সহ অন্যান্য সমস্ত বিবরণের জন্য অগ্রদূত করে আমাদের ওয়েবসাইটে <http://imgkolkatatenders.com> দেখুন।  
 যেকোন সমাধান অথবা বর্ধিতকরণ কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হবে।  
 স্বঃ/-  
 চিফ নোভেল ম্যানেজার

## হরিণঘাটা বাজারে তৈরি হবে নর্দমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী:** হরিণঘাটা পুরসভা লাগোয়া এলাকা জল জমার সমস্যা দীর্ঘদিনের। সেই জল হরিণঘাটা বাজারেও ঢুকে পড়ে। এতদিন নিকাশিনালা না থাকায় ওই জল বের করার বন্দোবস্ত ছিল না। এই সমস্যা দূর করতে হরিণঘাটা বাজারে একটি নিকাশিনালা তৈরির কাজ শুরু হয়।

পুরভবনে এই বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক নীলিমা নাগ, জেলার পূর্ত কর্মাধক্ষ চঞ্চল দেবনাথ, হরিণঘাটা পুরসভার প্রশাসক রাজীব দালাল সহ পূর্তদপ্তরের কর্মী-আধিকারিকরা। ঠিক হয়েছে, পুরভবনের উল্টোদিকে একটি নিকাশিনালা তৈরি করা হবে। তবে তার জন্য কয়েকটি লোকানের কিছু অংশ ভাঙতে হবে। ওই নিকাশিনালিকে সরাসরি যুক্ত করা হবে যমুনা খালের সঙ্গে।

**ICFAI UNIVERSITY TRIPURA**  
 NAAC ACCREDITED

**EDUCATIONAL NOTIFICATION**

Admission date is extended upto  
**30<sup>th</sup> September, 2020**

APPLY ONLINE | <https://utripuraadmissions.winnou.net/>

+918415952506 | Toll Free No. 18003453673  
 0381-2865752/62 / 8787845302, 7085574556 / 9612640619

Admission Incharge

**কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড**  
 (একটি মহারত্ন কোম্পানি)

রেজিস্টার্ড অফিস- কোল ভবন,  
 প্রেমিসেস নং- ০৪ এমএআর, প্লট নং- এএফ-III,  
 অ্যাকশন এরিয়া- ১এ, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা- ৭০০১৫৬  
 ফোন: ০৩৩-২০২৪৫৫৫৫; ফ্যাক্স: ০৩৩-২০২৪৬৬৫১০  
 ইমেল: [complianceofficer.cil@coalindia.in](mailto:complianceofficer.cil@coalindia.in)  
 ওয়েবসাইট: [www.coalindia.in](http://www.coalindia.in)  
 সিআইএন: L23109WB1973G01028844

**বিজ্ঞপ্তি**  
 এজিএম আদায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অনুসারে ব্যবসায়িক এনএসসিএল জমি মিনিট্রি অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এনসিএ") এবং স্টেট ("আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি") হিসাবে সমষ্টিগতভাবে উল্লিখিত কর্তৃক ইস্যুকৃত অন্যান্য প্রয়োজ সার্কুলার এবং জেনারেল সার্কুলার নং. ১৪/২০১০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০১০, জেনারেল সার্কুলার নং. ১৭/২০১০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০১০ এবং জেনারেল সার্কুলার নং. ২০/২০১০ তারিখ ৫ মে, ২০১০ সহ পঠিত কোম্পানি জার্নাল ২০১৩ এবং তদন্বী গণিত নিয়মাবলী এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া ("সেবি") (প্রয়োজনীয় কার্যভার এবং প্রচারের তালিকাভুক্তি) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সমস্ত প্রয়োজ সংশ্লিষ্ট অননুমোদিত বৃদ্ধার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের কোলা ১০.০৩০৩ আইএসটি, ডিডিও কনফারেন্সিংয়ের ("ডিসি") মাধ্যমে কোম্পানির ছেচক্লিপ তম আনুয়াল জেনারেল মিটিং (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।

সিডিউল সহ ১৯-২০ বর্ষের আর্থিক বিবৃতি সহযোগে একত্রে মিটিংয়ে সম্পাদিত ২৫ আগষ্ট, ২০২০ তারিখের যৌথিত অর্ডিনারি অ্যান্ড স্পেশাল বিজ্ঞপ্তি, স্ট্যাটুটরি অডিটর এবং কম্প্লাইন্স অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অব ইন্ডিয়া রিপোর্ট এবং ডিরেক্টর রিপোর্ট ২৯ আগষ্ট ২০২০ তারিখে সদস্যগণকে তাদের নথিভুক্ত ই-মেলে পাঠানো হয়েছে। ডিপোজিট/আর্কাইভ-তে নথিভুক্ত ই-মেলে আইডি সম্পন্ন সদস্যগণের প্রতি বৈদ্যুতিনভাবে উপলব্ধ নথিপত্র পাঠানো হয়েছে।

সিডিউলিত অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (প্রয়োজনীয় কার্যভার এবং প্রচারের তালিকাভুক্তি) রেগুলেশন ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং কোম্পানি জার্নাল ২০১৩-এর অন্যান্য প্রয়োজ সার্কুলার, যদি থাকা এবং ১০৮ ধারার সংশ্লিষ্ট অননুমোদিত নির্ধারিত তারিখে, বিজ্ঞপ্তিতে যৌথিত মনস্ত রেজোলিউশনে এনএসসিএল-এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিন দ্বারা শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করে কোম্পানি সঙ্ঘটন এজিএম নোটিশ, আনুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ২০১৯-২০ টিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি)/আর্কাইভ-তে নথিভুক্ত ই-মেলে অ্যাড্রেসে সকল সদস্যগণের প্রতি ২৯ আগষ্ট ২০২০ তারিখে বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় পাঠানো হয়েছে। ই-মেলে অ্যাড্রেস নথিভুক্ত না করা সদস্যগণকে তাদের ই-মেলে আইডি অপডেইট করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে তাদের ই-মেলে অ্যাড্রেসে কোম্পানি আনুয়াল রিপোর্ট পাঠাতে সক্ষম হয়। নির্ধারিত তারিখ অনুসারে যে ব্যক্তি সদস্য নয়, তার এই বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র তথ্য উপলক্ষে বিবেচনা করা উচিত।

- সকল সদস্যগণকে একত্রিত করার জানানো হচ্ছে যে:
- এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত সার্বিক মাধ্যমে বসবে।
  - ভোটারদের মাধ্যমে লেনদেন করা যাবে প্যার:
  - ইউটিএল-এর লগইন আইডি-১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের সকাল ০৯.০৩টা (আইএসটি)।
  - ইউটিএল-ভোটার শেখ- ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের সকাল ০৫.০০টা (আইএসটি)।
  - রিমোট-ই-ভোটারের জন্য ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের সকাল ০৫.০০টার পরে অনুমতি দেওয়া হবে না।
  - বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অথবা এজিএম-এর তারিখে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের যোগ্যতাশর্ত নির্ধারণের নিমিত্ত কাট-অফ তারিখ হবে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০।
  - যে ব্যক্তির শেয়ার অধিগৃহীত এবং কোম্পানির সদস্য এজিএমের নোটিশ প্রেরণের পরে কিন্তু ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০-এর কাট-অফ তারিখের আগে, তাঁর/তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড কোম্পানির কাছ থেকে রিমোট ই-ভোটারের জন্য পেতে পারেন। নিবন্ধক ও স্থানান্তরকরণের এক্সেসপ্ত, মেসার্স অলকিট আর্কাইভমেন্টস লিমিটেড, ২০৫-২০৮, আনারকলি কমপ্লেক্স বাউন্ডওয়াল এগ্রেগেশন, ন্যাশনালি - ১১০ ০৫৫, ইমেল: [it-rta@alankit.com](mailto:it-rta@alankit.com), ফোন নম্বর: ০১২-৪৪৫৪৪-১২৩৪ / ২০৫৪৪২২৩৪, ফ্যাক্স- ০১১-৪১৫৪৪-৪৩৪৪, টেলি-ফ্রি- ১৮৬০-১১২-২১৫৫ এছাড়াও [rta@alankit.com](mailto:rta@alankit.com)-তে একটি অনুরোধ করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
  - সদস্যগণ সবার আগে যারা ই-ভোটিং ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ডিঙ্গির মাধ্যমেও সমস্ত অংশ নিতে পারেন তবে তাদের আর ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না। এজিএম-এর তারিখে তারা রিমোট ভোটারের মাধ্যমে ভোট দেয়নি তারা তাদের ভোট দিতে পারবেন।
  - বোর্ড অব ডিরেক্টর শ্রী সিএস মোহন রাম গোস্বামিকে, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, ৪৬ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, ৪০৬, কলকাতা- ৭০০০১২, ইমেল আইডি- [goenkamohon@gmail.com](mailto:goenkamohon@gmail.com) রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা নিয়মাবলী হিসাবে নিয়োগ করেছেন এবং যেন এজিএম-এ ই-ভোটিং সূত্র ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটারের সন্ধান হয়।
  - কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, সদস্যগণ নোটিশের অংশ গঠনের নির্দেশিকায় উল্লিখিত অনুসারে কোম্পানির আরটিএর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এজিএমের সমাপ্তি থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভোটারের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। নিরীক্ষক রিপোর্টের সঙ্গে যৌথিত ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে [www.coalindia.in](http://www.coalindia.in) এবং মেসার্স এনএসসিএল [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)-এর ওয়েবসাইটে সদস্যদের তথ্যের নিমিত্ত স্ক্রল এক্সেসগুলিতে জানানো হবে।
  - সদস্যদের একত্রিত করার অর্থে, বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক রিপোর্ট ১৯-২০ কোম্পানির ওয়েবসাইটে [www.coalindia.in](http://www.coalindia.in) এবং এনএসসিএল ওয়েবসাইটে [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)-এ উপলব্ধ এবং উল্লিখিত নথির প্রতিলিপিও বৈদ্যুতিনভাবে পরিদর্শন করার জন্য উপলব্ধ।
  - এতদ্বারা নোটিশে প্রদান করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (প্রয়োজনীয় কার্যভার এবং প্রচারের তালিকাভুক্তি)-এর রেগুলেশন ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ এবং কোম্পানি জার্নাল (ম্যানুজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৫-এর পৃষ্ঠা ১০ সহ পঠিত কোম্পানি সার্কুলার আইটি, ২০১৩-এর সেকশন- ৯১ অনুসারে প্রদত্ত যে, এজিএমের উদ্দেশ্যে কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার ইনস্ট্রুমেন্ট এবং সদস্যদের নিবন্ধন ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
  - ই-ভোটারের সর্বাধিক বৈধতা (ই-ভোটিং) অভিযোগের ক্ষেত্রে সদস্যরা মিসেস প.নবী মারে, ম্যানেজার-এনএসসিএল, ই-মেইল আইডি- [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in), টিকানা: ট্রেড ওয়ার্ড, "এ" উইং, ৫ম তল, অফিস মিসেস কনসাল্টেন্ট, সোমার পারলে, মুম্বাই- ৪০০ ০১৩, যোগাযোগের বিশেষ: ০২২-২৪৯৯৪৫৫৫ বা টোল ফ্রি নং. ১৮০০২২২৯৯০ এবং আপনি সদস্যদের জন্য ফ্রিডোমস্টেল অসকড কোম্পানির ফ্রিডোমস্টেল (FASQ) এবং [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)-এর ডিউলোড বিসিএস উপলব্ধ সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারকারী মানুয়ালটি উল্লেখ করতে পারেন।
  - ডিপি-এর মাধ্যমে এজিএম-এর অংশগ্রহণ করতে অসমর্থ শেয়ারহোল্ডারদের সুবিধার্থে কোম্পানি এজিএম প্রক্রিয়া সরাসরি সম্প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। এজিএম প্রক্রিয়াসমূহের জন্য আইপি অ্যাড্রেস কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এবং এজিএম প্রক্রিয়া সরাসরি দেখতে এবং লক্ষ করতে শেয়ারহোল্ডারগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- বোর্ড অব ডিরেক্টরগণের আদেশসমূহ স্বঃ/-  
 তারিখ: ০১-০৯-২০২০  
 স্থান: কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার







